দামুড়হুদায় একই পরিবারের দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

দামুড়হুদায় ডেভিল হান্ট অভিযানে একই পরিবারের দুইজন আওয়ামীলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।

শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বিষ্ণুপুর বাজার থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের মাস্টার পাড়ার মৃত মাদার বক্স মিয়া’র ছেলে মোঃ মহিদুল ইসলাম (৫৩) এবং মোঃ মতিয়ার রহমান (৫৮)। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি হুমায়ূন কবির।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, আজ দিনভর দামুড়হুদা থানা এলাকায় বর্তমান চলমান অপারেশন ডেভিল হান্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই অভিযানে দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের একই পরিবারের মৃত মাদার বক্স মিয়া’র ছেলে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী মোঃ মহিদুল ইসলাম এবং মোঃ মতিয়ার রহমান কে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির বলেন, ডেভিল হান্ট অভিযানে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে গতকালই বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়কসহ ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার

সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের দমনে সারাদেশব্যাপী পরিচালিত অপারেশন ডেভিল হান্টের পঞ্চম দিনে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের

আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল এনাম বকুল (৬০), মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতিসহ আওয়ামীলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের ৮ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে আজ শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা খানম পিপিএম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ জন, গাংনী থানা পুলিশ ৩ জন ও সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আওয়ামীলীগের ১ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

সদর থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল এনাম বকুল(৬০), মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতি ও শিবপুর গ্রামের শরিয়ত শেখের ছেলে আরজ আলী(৫০), বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের তিন নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাগোয়ান গ্রামের মৃত ওমর আলীর ছেলে মোঃ আলতাফ হোসেন(৪৮), মহাজনপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও একই গ্রামের মৃত খেদের আলীর ছেলে মোঃ রাসেল আহমেদ(৩১)। গ্রেফতারকৃতরা মুজিবনগর থানার মামলা নং ০১, তারিখ ৬/০৯/২৪ ধারা- ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৪১/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/৫০৬/১১৪/৩৪ পেনাল কোড, মামলার এজাহার নামীয় আসামি। মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের সুরোজ মিয়া বাদী হয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে মামলাটি দায়ের করেন।

গাংনী থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, উপজেলার সানঘাট গ্রামের আবেদ আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম(৩০), তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/ ৭(৬)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় গাংনী থানার মামলা নং ১১, তারিখ- ১৯/০৮/২৪, একই উপজেলার যুবললীগ নেতা রাধাকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের সহিব উদ্দীনের ছেলে মোহাম্মদ আসিম উদ্দিন(৩৫) ও খেদমত আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মো: সাগর (৪৫)। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় দায়ের করা গাংনী থানা মামলা নাম্বার ১১, তারিখ- ১৯/০৮/২৪ রয়েছে।

এছাড়া সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলেন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার হারু শেখের ছেলে মোঃ সোহেল শেখ। তার বিরুদ্ধে সদও থানার মামলা নং ২২, তারিখ ২০/০৩/২০ ইং, জিআর মামলা

নং ৭০/২০ ইং, ধারা-২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (১) সারনীর ১৯ (ক)।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে আদালতে নেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহে তিন চেয়ারম্যানের জামিন না মঞ্জুর, জেল হাজতে প্রেরণ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৩ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের জামিন না মঞ্জুর করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সোমবার (১০ জানুয়ারী) সকালে ঝিনাইদহ আমলী আদালতে হাজির হলে বিচারক তাদের জামিন না মঞ্জুর করে আদালতে প্রেরণের আদেশ দেন।

গত ৪ আগষ্ট ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি অফিস ও জেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট এমএ মজিদের বাড়িতে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের মামলায় ১নং সাধুহাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দিন, ৫নং কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম ও ১০নং হরিশঙ্করপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মাসুম ১০ ফেব্রুয়ারী আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের এই আদেশ দেয়।

মেহেরপুরে অপারেশন ডেভিল হান্ট, আওয়ামী লীগ কর্মী গ্রেফতার

মেহেরপুরে যৌথবাহিনী পরিচালিত অপারেশন “ডেভিল হান্টে” বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়ের মামলায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা তানসেন আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তানসেন আলী মেহেরপুর শহরের ১ নং ওয়ার্ড নতুনপাড়ার মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে। মেহেরপুরে কর্মরত সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত যৌথবাহিনীর সদস্যরা গতরাতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তানসেনকে গ্রেফতার করেন। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার অভিযোগে ছাত্রনেতা হাসনাত জামানের সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়ের করা জিআর ২৬৩/২৪ নং মামলার এজাহার নামীয় ৯১ নং আসামি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী হাসনাত জামান বাদি হয়ে সন্ত্রাস দমন আইনে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তার স্ত্রী মোনালিসা হোসেন, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলসহ ১৬৬ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন।

এই মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে প্রথম দফায় ২ দিন ও পরবর্তিতে দ্বিতীয় দফায় ৫ দিনের রিমান্ডে রয়েছে।

মেহেরপুরে ছাত্র আন্দোলনকারীর ওপর হামলা, প্রতিবাদে

মানববন্ধন

মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহযোদ্ধা ইশতিয়াক আহমেদের উপর আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনীর পরিকল্পিত হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সাহেব মাহমুদের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ন আহবায়ক তামিম ইসলাম, সদস্য সিয়াম আহমেদ, ইশতিয়াক আহমেদ, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য খন্দকার মুইজ প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, সম্প্রতি মেহেরপুরে আওয়ামী সন্ত্রাসী ও নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, দেশকে অস্থিতিশীল করতে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে ছাত্রলীগ বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ইসতিয়াক আহমেদের ওপর আওয়ামী সন্ত্রাসী ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে এবং আন্দোলনের অন্যান্য সদস্যদের নানা ধরনের হুমকি প্রদান করা হচ্ছে। নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে গাংনী উপজেলায় আওয়ামী লীগের লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দুর নেতৃত্বে তালসারি ইকো পার্কে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে মুজিবনগরের আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা উপস্থিত ছিল। মেহেরপুর শহরজুড়ে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের দেওয়াল লিখন করা হয়েছে যা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে।

তারা বলেন, এই ঘটনাগুলো মেহেরপুরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের জন্য নিরাপত্তা হুমকি তৈরি করেছে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। তারা অভিযোগ করেন, এ বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে, পুলিশ সুপারের কার্যালয় ঘেরাওসহ রাজপথে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে।

পরে পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানমের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করে জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা।

নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের প্রতিবাদে মশাল মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

দেশ বিরুধী ষড়যন্ত্র করতে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের লিফলেট বিতরণ ও নাশকতার পরিকল্পনার প্রতিবাদে গাংনীতে মশাল মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের চারচারা নামক স্থানে উপজেলা বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে এই মশাল মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মশাল মিছিলে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর বিএনপির ৩ নং ওয়ার্ডের সভাপতি ইনামুল হক, ১ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মোঃ নাজমুল হোসাইন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভি, যুবদল নেতা শাহিবুল ইসলামসহ বিএনপির অন্যান্য নেতাকর্মী।

আওয়ামীলীগের লিফলেট বিতরণ; ৬ জন গ্রেফতার

আওয়ামীলীগের হরতাল ও অবরোধের লিফলেট বিতরণের অপরাধে আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের ৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

অপরদিকে পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে মাদক ও নারী নির্যাতন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত দুই আসামি গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের আক্তার আলীর ছেলে মোঃ হাফিজুর রহমান (৪৩), ধলা গ্রামের মৃত কলিম উদ্দীনের ছেলে মোঃ আকবর আলী (৩২), মাইলমারী গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে মোঃ মাসুদুর রহমান খোকন (৪০) ও সহড়াতলা গ্রামের সেন্টু মিয়ার ছেলে মো: বেল্টু মিয়া ।

অপরদিকে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত দুই আসামি গাংনী উপজেলা নওপাড়া গ্রামের দক্ষিণপাড়া এলাকার মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে মো: হুমায়ূন আহমেদ ও গাংনী উপজেলা শহরের মৃত রবিউল ইসলামের ছেলে হজরত আলী (২৭)। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গত ৩১ জানুয়ারী সন্ত্রাসী বিরোধী আইনে গ্রেফতার চার আসামিরা আওয়ামীলীগের লিফলেট বিতরণ করেছে। গতকাল সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে হাফিজুর রহমান, আকবর আলী ও মাসুদুর রহমানের নামে গাংনী থানার এফআইআর নং-১১, তারিখ- ১৯/০৮/২০২৪, ধারা- ২০০৯ সাল (সংশোধনী/ ২০১২) এর সন্ত্রাস বিরোধী আইন এর ৬/২১/৭/৫)/৭(৬)(কে) ৭(৬) /১০/১১/১২/১৩। এছাড়া মোঃ বেল্টুর নামে গাংনি থানার এফআইআর নং-৪, তারিখ- ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫; ধারা- ৯(১) ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধনী ২০০৩; তৎসহ ৩৭৯ প্যানাল কোর্ড, ১৮৬০; অপেরিদেক থানা পুলিশ অপর দুটি অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের দর্গাপাড়া এলাকার মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে মোঃ হুমায়ন (২৯) ও মাদকনিয়ন্ত্রণ আইনের মামলার আসামি গাংনী উপজেলা শহরের মৃত রবিউল ইসলামের ছেলে হজরত আলী (২৭)কে গ্রেফতরা করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত হুমায়নের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং- ২৫/২৩২, তারিখ- ১৫ আগস্ট, ২০২১; ধারা- ৩৬(১) সারণির ১৯(ক)/৪১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; জিআর-২৩২/২১ ও মোঃ হযরত আলীর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতের সিআর নং-৮৯৯, ধারা- ৩ যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; সিআর নং- ৮৯৯/২৪ মামলা রয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৩১ জানুয়ারি বিকালে গাংনী

উপজেলার মাইলমারী, ধলাসহ কয়েকটি স্থানে ওই চার ব্যক্তিসহ ৬ জন লিফলেট বিতরণ করে এলাকায় আতংক তৈরী করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের গতকাল সোমবার বিকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদের দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন দোদুলের দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার সকাল পৌণে ৮টার দিকে মেহেরপেুরের সিনিয়র জুৃডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শারমিন নাহারের আদালতে হাজির করা হলে বিচারক উভয় পক্ষের শুনানি শেষে তাঁর জামিন না মঞ্জুর করে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন।

মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মানষ রঞ্জন ঘোষ এবং আসামি পক্ষে ইব্রাহিম শাহীন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে বুধবার রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তাঁকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে নেওয়া হয়।

মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর সালেহ আহমেদ নাসিম জানান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার দুটি মামলায় তাঁকে জেল গেটে শোন এ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে এবং একটি মামলায় রিমাণ্ডের আবেদন জানালে বিজ্ঞ বিচারক জেল গেটে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন।

মামলায় আসামি পক্ষে আইনজীবী হিসিবে অংশ নেন ইব্রাহিম শাহীন। তিনি জানান, অপরাধ প্রমানিত না হওয়া পর্ন্ত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। আমি বিজ্ঞ আদালতের কাছে সে হিসেবে আসামি যাতে ন্যায়

বিচার পান সে আবেদন করেছি এবং একই সঙ্গে জামিনের আবেদন করি। বিজ্ঞ বিচারক জামিন না মঞ্জুর করেছেন।

মেহেরপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের দায়েরকৃত একটি জিআর ২৬৩/২৪ এবং ২৭৭/২৪ এ দুটি মামলায় তাঁকে মেহেরপুর সদরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর মেহেরপুরের পাশাপাশি ঢাকাতেও সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়। গত বছরের ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল র্যাব।

ফরহাদ হোসেন টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নে নির্বাচনে অংশ নেন ফরহাদ হোসেন। ফরহাদ হোসেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে তিনি এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। আর দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ফরহাদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৫ জুন মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার বোসপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছহিউদ্দীন বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সংসদ সদস্য ছিলেন।

ফরহাদ হোসেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি। ২০১৪ সালে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনে জয়লাভ করেন। পরে ২০১৮ সালে জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

গাংনীতে যুবলীগ নেতার হামলায়

বিএনপি নেতা ও তার ছেলে আহত

গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের মহিষাখোলা গ্রামে ইউনিয়ন যুবলীগ হাফিজুর রহমান হাফিজ ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলাপাতাড়ি কুপিয়ে গ্রাম বিএনপির নেতা আব্দুর রহিম (৬৫) ও তার ছেলে ফিরোজ হোসেন (২৭) গুরুতর জখম করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল রবিবার (২৬ জানুয়ারী) দিবাগত রাত ৯টার দিকে গাংনী উপজেলার মহিষাখোলা গ্রামের দক্ষিণ তেঁতুলবাড়ীয়া পাড়ায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।

আহত আব্দুর রহিম ও তার ছেলে ফিরোজ হোসেন প্রথম গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, আজকে রাতে স্থানীয় মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে কথা চলছিল। এসময় যুবলীগ নেতা হাফিজ ও বিএনপির স্থানীয় নেতা আব্দুর রহিমের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। এর জের ধরে হাফিজ তার লোকজন ধারালো কুড়াল দিয়ে বিএনপি নেতা আব্দুর রহিমকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। এসময় তার ছেলে ফিরোজ হোসেন তার বাবাকে বাঁচাতে এলে তাকে কুপিয়ে জখম করে। এসময় গুরুতর আহতাবস্থায় তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্কে ভর্তি করেন। পরে সেখানে তাদের অ্বস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

তারা আরও অভিযোগ করেন, যুবলীগ নেতা হাফিজুর রহমান হাফিজ দীর্ঘদিন যাবৎ তার নিজ ফেসবুকে বিএনপি ও প্রধান উপদেস্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসসহ বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও উস্কানিমুলক পোষ্ট দিয়ে থাকেন।

এদিকে এই হামলার পরপরই গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্কে আহতদের দেখতে যান এবং চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন। তিনি হামলাকারী যুবলীগ নেতা হাফিজ ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর লোকজনকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবী জানান।

এদিকে, এই হামলার পরপরই যুবলীগ নেতা হাফিজুলের বাড়িতে বিক্ষুব্ধ

জনতা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে বলে ফেসবুকে এসে লাইভ করে অভিযোগ করেছেন তিনি।

হাফিজ ফেসবুক লাইভে বলেছেন, আব্দুর রহিম ও তার লোকজন প্রথমে আমার বাড়িতে হামলা করেছে। আমাকে ও আমার পরিবারের লোকজনকে মারধর ভাঙচুর করেছে। তবে, লাইভ করার পরপরই পালিয়ে গেছেন হামলাকারী যুবলীগ নেতা হাফিজুর রহমান হাফিজ ও তার লোকজন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি শান্ত করেন। এঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। তবে, এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যেনো না ঘটে সেব্যাপারে পুলিশ টহল দিচ্ছে।

আহত পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ছয় আসামিসহ ৭ জন গ্রেফতার

বিএনপির নেতাকর্মীদের বাড়ি ঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে দায়ের করা মামলার পলাতক ছয় আসামিকে ও অপর একটি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশে।

শনিবার (২৫ জানুয়ারি) ভোররাতে পুলিশের একটি বিরাট টিম পিরোজপুর গ্রাম ঘেরাও করে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ মেসবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেন। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, পিরোজপুর গ্রামের শিশুপাড়া এলাকার আব্দুল আওয়ালের ছেলে সিআর – ৮৮৬/২৪ মামলার পলাতক আসামি মোঃ মিকাইল (৩০), একই এলাকার একই মামলার অপর আসামি যথাক্রমে খোকন সর্দারের ছেলে মোঃ মেহেদী (২২), আনসার আলীর ছেলে আকিজুল ইসলাম (২২), মৃতু উকিল হোসেনের ছেলে আজাহার (৪৮), আসকর আলীর ছেলে মতিউর (৪৫), খোকন হোসেনের ছেলে সাইদুল

ইসলাম (৩২) ও একই গ্রামের মৃত খোকন আলীর ছেলে সিআর ১১৭৫/২৪ নং মামলার আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক মোহাম্মদ ইয়াছিন (৪৫)।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিনের নের্তৃত্বে সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এসআই প্রহলাদ রায়, এসআই মোঃ নাহিরুল ইসলাম, এসআই উজ্জল হোসেন, এসআই জহুরুল ইসলাম, এসআই বি এম রানা, এসআই স্বপন মন্ডল, এএসআই মোঃ মাহবুব আলম, এএসআই মোঃ মিরাজুল ইসলাম, এএসআই মোঃ শফিকুল ইসলাম, এএসআই মোঃ আশরাফুল আলম, এএসআই/মোঃ গোলাম হোসেন, এএসআই (নিঃ) মনিরুজ্জামানসহ, সংগীয় ফোর্স গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

ওসি সেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, আজ শনিবার (২৫ জানুয়ারি) বিকালে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, বিগত আগস্টের ৭ তারিখে আসামিরা পিরোজপুর গ্রামের বিএনপির ৩০ টি ঘর বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। এঘটনায় স্থানীয় বিএনপি নেতা দয়াল হোসেন বাদি হয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালামকে প্রধান আসামি করে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলার পর থেকেই এসব আসামিরা পলাতক ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হেসেনের ভগ্নিপতি জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস তার শ্যালক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ক্ষমতায় ওই এলাকার বিএনপি জামায়াতের শত শত নেতাকর্মী বাড়ি ছাড়া করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল জরিমানাসহ সারাবছর বাড়ি ঘরে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালাতেন। পাঁচ আগস্ট প্রেক্ষপট পরিবর্তনের পরপরই বাবলু বিশ্বাস ও তার কাছের ক্যাডারা এলাকা ছাড়া হয়ে যান। পরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ইপর হামলা মামলায় গ্রেফতার হন বাবলু বিশ্বাস, তার তার স্ত্রী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শামীম আরা হিরা, শ্যালক সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গ্রেফতার হন। শামীম আরা হিরা জামিনে মুক্ত হলেও বর্তমানে বাবলু বিশ্বাস ও মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এখনো জেলে রয়েছেন।